সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ৭"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৭ম খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"কুরআন সব কিছু বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও লোকেরা বিবাদ করে, সবচেয়ে বড় জালিম আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখান কারিরা। "**

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১. আমার এই কোরাআণে বিভিন্ন রকমের উপমার মাধ্যমে মানুষের জন্যে আমাদের বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করছি।

নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৪)

২. হেদায়াতের পথ ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে এছাড়া আর কিছুই মানুষকে বিরত রাখে না যে, আগেকার লোকেদের রীতিই তাদের কাছে আসুক অথবা সরাসরি আল্লাহর আযাব আসুক।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا
رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৫)

৩. আমরা তো রাসূলদের পাঠাই কেবল সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا
هُزُوًا ﴿٥٦﴾

আমি রাসূলগনকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৬)

৪. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে, জেক তার প্রভুর আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ
وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

তার চাইতে অধিক জালেম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় ? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৭)

৫. তোমার প্রভু পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ
لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু, যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৮)

৬. আমরা যেসব জনপদ ধ্বংস করেছি, সেগুলো ধ্বংস করেছি তো তখন, যখন তারা যুলুম করেছিল।

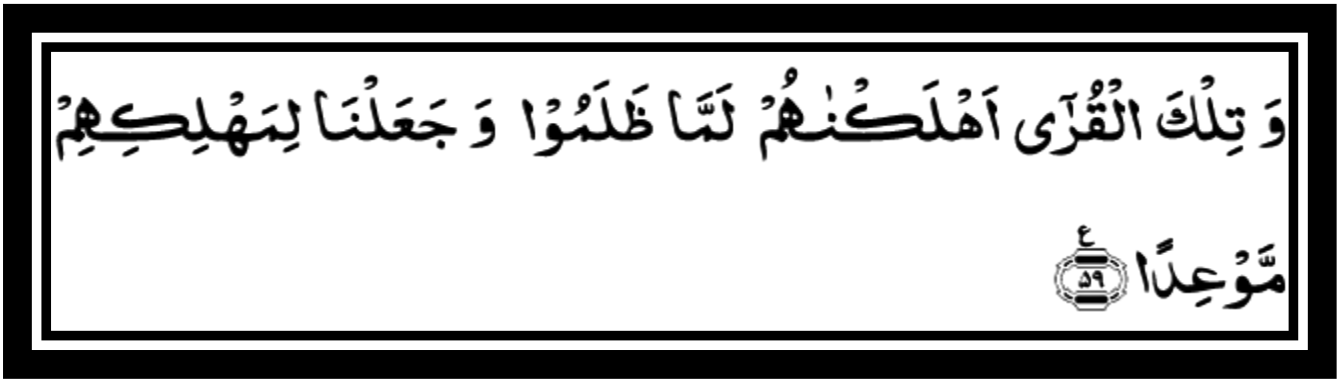

এসব জনপদ ও তাদেরকে আমি ধংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হই। আমরা নিয়মিত কোরআন বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করি।

কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো গভীর ভাবে অনুধাবন করি এবং কুরআন ও হাদিস মোতাবেক আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/